সমকাল সংবাদ

SAMOKAL SAMBAD Fortnightly

Vol - 2. Issue - 31. বুধবার. ১৫ এপ্রিল ২০২৬. RNI NO - WBBEN/2023/87762 Rs - 3 টাকা

ভাইরাল

বিশ্বের প্রথম ভোট কবে, কোথায় হয়েছিল?

সসামনেই ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন। প্রচার চলছে পুরোদমে। আসলে এই ভোটই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। কিন্তু এই ভোটপ্রথার শুরু কোথায়? কোন দেশে প্রথম ভোট হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ফিরতে হবে হাজার হাজার বছর আগের ইতিহাসে। ইতিহাস বলছে, বিশ্বের প্রথম সংগঠিত ভোটব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসে (Ancient Greece)। বিশেষ করে এথেন্স (Athens) শহর-রাষ্ট্রে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গণতন্ত্রের ধারণা তৈরি হয়। তখন নাগরিকরা সরাসরি সভায় অংশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন। একে বলা হত 'ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি'।প্রাচীন গ্রিসে ভোট কীভাবে হত? এথেন্সে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি আজকের মতো ছিল না। তখন নাগরিকরা পাথরের টুকরো বা মাটির ফলক (Ostraka) ব্যবহার করে ভোট দিতেন। কোনও নেতাকে অপসারণ করতে চাইলে তাঁর নাম লিখে জমা দেওয়া হত। এই প্রক্রিয়াকে বলা হত 'অস্ট্রাসিজম'।

টুকরো খবর

নববর্ষে বাঙালিকে শুভেচ্ছা বার্তা

এদিন প্রধানমন্ত্রী বাংলা ও ইংরেজি, দুই ভাষাতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বাঙালি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। তাঁর বার্তায় অরাজনৈতিক এবং ইতিবাচক মেজাজ ছিল স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, 'শুভ নববর্ষ! পয়লা বৈশাখের বিশেষ দিনে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। প্রার্থনা করি আগামী বছরে আপনার সব কামনা পূরণ হোক। আনন্দ ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা সদাবিরাজমান থাকুক। আপনার সুস্বাস্থ্য ও অনন্ত সুখ কামনা করি।' এরপরই রাজ্যের কালজয়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কুর্নিশ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'ভারতের সভ্যতার চেতনাকে গড়ে তোলা পশ্চিমবঙ্গের কালজয়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উদযাপনেরও এটি একটি উপলক্ষ।' প্রধানমন্ত্রীর এই সংবেদনশীল বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর কেড়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সংস্কৃতি রক্ষায় লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন। তিনি রাজ্যবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন।

রুজিরার গাড়ি তল্লাশি করতে হবে

নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলের নেতাদের গাড়ি বা হেলিকপ্টারে পরীক্ষা চালায় নির্বাচন কমিশন। তবে এই নিয়ে এবার সরব তৃণমূল কংগ্রেস। ঘাসফুল শিবিরের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করলেন, তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী রুজিরার গাড়িতে তল্লাশির জন্য এক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক নাকি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠিয়েছেন। এই পপ্রেক্ষিতে আইনের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, তৃণমূল নেতাদের গাড়িতে তল্লাশি চালানো হলে বিজেপি নেতাদের কেন ছাড় দেওয়া হবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একজন পর্যবেক্ষক হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ দিয়েছেন যে আমার এবং আমার স্ত্রীর গাড়ি তল্লাশি করতে হবে। বেশ তো, করুন।

ভোটের ২ দিন আগেও ট্রাইব্যুনাল ছাড়পত্র দিলে দেওয়া যাবে ভোট! বাতিল ভোটারদের নিয়ে রায় সুপ্রিম

সমকাল সংবাদদাতা: রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা ভোটের আগে এক নজিরবিহীন নির্দেশ দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া কয়েক লক্ষ মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে সংবিধানের ১৪২ ধারা প্রয়োগ করল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার আদালত জানিয়ে দিল, নির্বাচনের মাত্র দু'দিন আগেও ট্রাইব্যুনাল যদি কোনও ভোটারকে বৈধ হিসেবে ছাড়পত্র দেয়, তবে তিনিও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

সাধারণত প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে কমিশন ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' করে দেয়। এরপর আর কোনও নাম তালিকায় ঢোকানো যায় না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এ দিন সেই প্রথা ভেঙে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রথম দফায় যে এলাকাগুলিতে ভোট রয়েছে, সেখানকার বাতিল ভোটাররা যদি ২১ এপ্রিলের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল থেকে ছাড়পত্র পেয়ে যান, তবে তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রে আবেদনের নিষ্পত্তির সময়সীমা রাখা হয়েছে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, ট্রাইব্যুনাল যদি কোনও আবেদনকারীর নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে, তবে তিনি ভোট দিতে পারবেন না। অর্থাৎ, স্রেফ আবেদন করলেই হবে না, ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত ছাড়পত্র থাকা আবশ্যিক।

রাজ্যে মোট ৯১ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ। তাঁদের সুবিধার্থে ১৯ জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির একটি প্যানেল তৈরি করা হয়েছে, যাঁরা বর্তমানে 'আপিল ট্রাইব্যুনাল'-এ নথিপত্র খতিয়ে দেখছেন। সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে জানিয়েছে, ভোটাররা নির্বাচন কমিশনের মোবাইল অ্যাপ বা কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। তবে ট্রাইব্যুনালে সশরীরে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক নয়। জেলাশাসক বা মহকুমা শাসকের দফতরেও নথি জমা দেওয়া যাবে।

রাজ্য বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে সুপ্রিম কোর্টের এই 'ব্যতিক্রমী' হস্তক্ষেপে রাজ্যে রাজনৈতিক পারদ যেমন চড়ল, তেমনই কয়েক লক্ষ মানুষের ভোটদানের পথ প্রশস্ত হল। নির্বাচনের মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত ভোটার তালিকা সংশোধনের এই সুযোগ সত্যিই ঐতিহাসিক।

চৈত্রের গন্ধে নববর্ষ-ঐতিহ্য, আবেগ আর বদলে যাওয়া সময়ের গল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা: চৈত্রের শেষ আর বৈশাখের শুরু-এই সময়টাতেই বাঙালির জীবনে মিশে থাকে এক অদ্ভুত গন্ধ। তা শুধু ফুল, নতুন জামা বা মাটির প্রতিমার নয়; বরং স্মৃতি, আবেগ আর উৎসবের আগমনী বার্তার মিশ্রণ। পুজোর আগমনী হাওয়ার মতোই নববর্ষেরও এক অদৃশ্য ঘ্রাণ আছে, যা অনুভব করা যায় চোখে, মনে, এমনকি স্বাদেও। নীল আকাশে ভেসে থাকা সাদা মেঘ, রোদে শুকোনো পুরনো শাড়ির গন্ধ, আলমারির ন্যাপথেলিন আর নতুন কাপড়ের মিশ্রণ-সব মিলিয়ে যেন এক অদ্ভুত আবেশ তৈরি করে।

চৈত্র মাস পড়তেই গ্রামবাংলায় শুরু হয় গাজন, চড়ক পুজো, নীলের উপোস-শিবভক্তদের নানা আচার-অনুষ্ঠান। 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে'-এই সুরে ভিক্ষাপাত্র হাতে বেরোনো মানুষজন যেন জানান দেয় উৎসবের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে সময়। মা-কাকিমাদের ঝুড়িতে ভরে ওঠে চাল, আলু-এক অনন্য সামাজিক বন্ধনের ছবি ফুটে ওঠে এইসব আচার-অনুষ্ঠানে। এরই ধারাবাহিকতায় আসে সংক্রান্তি, আর তারপরই বাঙালির প্রাণের উৎসব পয়লা বৈশাখ।

তবে এ বছর পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। একদিকে প্রচণ্ড গরম, অন্যদিকে নির্বাচনের উত্তাপ-দু'য়ের চাপেই কিছুটা ক্লান্ত মানুষ। তবুও গ্রীষ্মের সন্ধ্যার মৃদুমন্দ হাওয়া যেন সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়। এর মধ্যেই শুরু হয়েছে চৈত্র সেলের ধুম। শহর থেকে গ্রাম-সব জায়গাতেই দোকানের সামনে ছোট ছোট অস্থায়ী স্টল, যেখানে কম দামে নানা জিনিস বিক্রি হচ্ছে। নতুন বিছানার চাদর, বালিশের কভার, সুতির পোশাক-সবেতেই বাঙালিয়ানার ছোঁয়া স্পষ্ট।

নববর্ষ মানেই বাঙালিয়ানার এক স্বতন্ত্র প্রকাশ। ইংরেজি নববর্ষের তুলনায় এটি অনেক বেশি ঘরোয়া, অনেক বেশি আত্মিক। সকালে 'এসো হে বৈশাখ' গান দিয়ে শুরু হয় দিন। নিম-হলুদ দিয়ে স্নান, তারপর দুপুরে ঐতিহ্যবাহী খাবার-শুক্তো, মুগ ডাল, ভাত, মাছ আর কাঁচা আমের চাটনি। পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের কাছ থেকে ছোটদের জন্য খুচরো পয়সা পাওয়া-এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোই তৈরি করে বড় আনন্দ।

বিকেলে শুরু হয় হালখাতা। ব্যবসায়ীরা পুরনো হিসাব মিটিয়ে নতুন খাতা খুলে শুভ সূচনা করেন। ক্রেতাদের জন্য থাকে মিষ্টি, আমপোড়া শরবত-যা এখনকার ঠান্ডা পানীয়ের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। নতুন সুতির পোশাক, দোকানে দোকানে গাঁদা ফুল আর আমপাতার সাজ-সব মিলিয়ে এক উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। সন্ধ্যা নামলে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, আর রাতে হিঙের কচুরি, ছোলার ডাল আর মিষ্টির আসর-এইভাবেই সম্পূর্ণ হয় নববর্ষের দিন।

তবে সময়ের সঙ্গে অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে। এক সময়ের চড়ক মেলা, বাঁশি হাতে ছেলেদের দল, সন্ন্যাসীদের পিছনে ছোটদের ঘোরাঘুরি-এসব আজ অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখায় যে চড়কতলার চিত্র এঁকেছিলেন, আজ তা যেন শুধু স্মৃতির পাতায় সীমাবদ্ধ। নববর্ষের চিঠি, হালখাতার আমন্ত্রণ-এসবও ধীরে ধীরে বিলীন হচ্ছে আধুনিকতার চাপে।

তবুও সব পরিবর্তনের মাঝেও নববর্ষের আসল সত্তা অটুট রয়েছে। এই উৎসব শুধু নতুন বছরের সূচনা নয়, এটি সম্পর্কের, ঐতিহ্যের এবং সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ। সময় বদলালেও, মানুষ বদলালেও-এই গন্ধ, এই অনুভব আজও বেঁচে আছে বাঙালির মনে। আর সেই কারণেই, প্রতি বছর চৈত্রের শেষে আবারও ফিরে আসে সেই পরিচিত ডাক-"এসো হে বৈশাখ।"

শ্রমিক নেতা দেবাঞ্জন চক্রবর্তীর স্মরণসভা, বর্তমান পরিস্থিতি ও ভোট নিয়ে বার্তা সংগঠনের

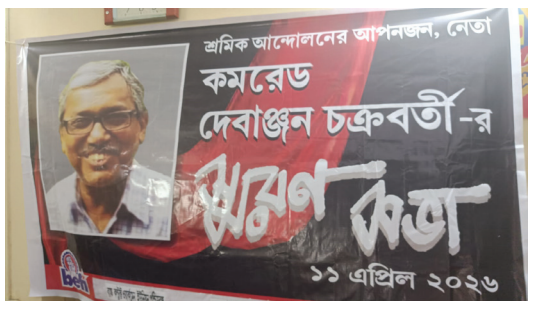

নিজস্ব সংবাদদাতা: ব্যাংক কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কমেন ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে প্রয়াত শ্রমিক নেতা কমরেড দেবাঞ্জন চক্রবর্তীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল বেফি অফিসে। সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব এবং কর্মীরা। আবেগঘন পরিবেশে প্রয়াত নেতার কর্মজীবন, শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর অবদান এবং সংগ্রামী মানসিকতার কথা স্মরণ করেন বক্তারা।

স্মরণসভায় সংগঠনের সভাপতি কমরেড কমলিকা সেনগুপ্ত বলেন, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী শুধু একজন নেতা নন, তিনি ছিলেন শ্রমিকদের ভরসার প্রতীক। তাঁর নেতৃত্বে বহু কঠিন লড়াই সংগঠিত হয়েছে এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। বর্তমান সময়ে সেই আদর্শকে সামনে রেখেই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সাধারণ সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের উপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে। এই অবস্থায় দেবাঞ্জন চক্রবর্তীর দেখানো পথই হতে পারে সংগঠনের প্রধান দিশা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার উপর জোর দেন তিনি।

প্রাক্তন সভাপতি কমরেড মিলন দাসও স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, দেবাঞ্জনদার নেতৃত্বে সংগঠন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সাক্ষী হয়েছে। তাঁর অনুপস্থিতি বড় শূন্যতা তৈরি করেছে, তবে তাঁর আদর্শই সংগঠনকে শক্তি জোগাবে।

এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি কমরেড জয়দেব দাসগুপ্ত, কমরেড সুদীপ্ত সাহা রায় এবং কমরেড জগন্নাথ ভদ্র। তাঁরাও প্রয়াত নেতার সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

সভা শেষে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সকলেই তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার শপথ নেন।

উত্তর কলকাতার অর্ধেক বুথই 'অতি স্পর্শকাতর', থাকছে ১০০টি মহিলা বুথও

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভোটের ময়দানে উত্তর কলকাতার লড়াই বরাবরই অন্য মাত্রা পায়। এ বার সেই লড়াইয়ের আঁচ সামলাতে প্রশাসন যে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয়, জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের (ডিইও) দেওয়া তথ্যেই তা স্পষ্ট। সোমবার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, উত্তর কলকাতার সাতটি বিধানসভা এলাকার মোট বুথের প্রায় অর্ধেকই 'অতি স্পর্শকাতর' বুথ হিসেবে চিহ্নিত। অতীতের ভোটের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকা ও জনঘনত্বকেই এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে প্রধান কারণ হিসেবে দেখছে কমিশন।

বুথ বিন্যাসের সমীকরণ

উত্তর কলকাতার সাতটি বিধানসভা মিলিয়ে মোট বুথ সংখ্যা ১,৮৩৫টি। এর মধ্যে ৮৩৭টি বুথকেই প্রাথমিক ভাবে 'অতি স্পর্শকাতর' তালিকায় রাখা হয়েছে। স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, অতীতের ভোটচিত্র এবং বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে এই তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। তবে এখানেই শেষ নয়। ২৯ তারিখ ভোটের আগে গোটা এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও এক বার খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে স্পর্শকাতর বুথের এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

মহিলা পরিচালিত বুথ: এক নজরে

এ বার উত্তর কলকাতায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মহিলা পরিচালিত বুথগুলোতে। সাতটি বিধানসভা মিলিয়ে মোট ১০০টি এমন বুথ থাকছে, যা সম্পূর্ণ ভাবে মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। এর বিন্যাসটি নীচে দেওয়া হল:

বিধানসভা কেন্দ্রের নাম ও নম্বর মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা

- চৌরঙ্গি (১৬২) ১৪ টি
- এন্টালি (১৬৩) ১৮ টি
- বেলেঘাটা (১৬৪) ১৭ টি
- জোড়াসাঁকো (১৬৫) ১৫ টি
- শ্যামপুকুর (১৬৬) ১১ টি
- মানিকতলা (১৬৭) ১৫ টি
- কাশিপুর-বেলগাছিয়া (১৬৮) ১০ টি

মোট ১০০

উপরে উল্লিখিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলোর নম্বর ও বুথ সংখ্যা ডিইও-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, উত্তর কলকাতার অত্যন্ত ঘিঞ্জি চরিত্র এবং অলি-গলির গোলকধাঁধাকে মাথায় রেখেই কমিশন এ বার অনেক বেশি তৎপর। অতি স্পর্শকাতর বুথগুলোতে বাড়তি নিরাপত্তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয়তাও কয়েক গুণ বাড়ানো হতে পারে। ২৯ এপ্রিলের মহারণের আগে উত্তর কলকাতা এখন নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র চাদরে মুড়ে ফেলতে চাইছে কমিশন।

ভোটের আগে ED-র হাতে গ্রেফতার IPAC-র অন্যতম কর্ণধার

নিজস্ব সংবাদদাতা: কয়লা পাচার মামলায় গ্রেফতার আইপ্যাকের অন্যতম ডিরেক্টর। বেআইনি লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতার ভিনেশ চান্ডেল। তাঁকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করেছে ইডি। গত ২ এপ্রিল ভিনেশের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলেছিল। ভোটের আগে এই গ্রেফতারি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

ইডির তরফে দাবি করা হয়েছে, ভিনেশের বাড়িতে তল্লাশির পরও তাঁদের তদন্ত প্রক্রিয়া চলছিল। সেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসে। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এই গ্রেফতারি বলে দাবি কেন্দ্রীয় এজেন্সির। ইডি সূত্রে খবর, আইপ্যাকের অন্যতম ডিরেক্টরের উত্তরে সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তৃণমূল কর্মীদের সতর্ক করে বরানগরের ভয়ংকর স্মৃতির কথা শোনালেন মমতা

সমকাল সংবাদ:ঝাড়গ্রামের জনসভা থেকে ফেরার পথে ওআরএস ভেবে ভুল করে ঘাস মারার বিষ পান করেছিলেন তৃণমূল কর্মীরা । বর্তমানে হাসপাতালে আপাতত স্থিতিশীল ন'জন। শনিবারের এই মর্মান্তিক ঘটনাকে হাতিয়ার করেই কর্মী-সমর্থকদের সতর্ক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রবিবার ছাতনার নির্বাচনী মঞ্চ থেকে দলীয় কর্মীদের তিনি বলেন, "ভোটের সময় বাইরে যে যা দেবে, খাবেন না।"

এ দিন ঝাড়গ্রামের ঘটনার উল্লেখ করে মমতা বলেন, "ভোটের সময় সব দেখে শুনে খাবেন। আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি বাইরে এক কাপ চাও খাই না।" নিজে তিনি কতটা সতর্ক, তা বোঝাতে গিয়ে বরানগরের এক পুরনো ঘটনার স্মৃতি উসকে দেন তিনি। নেত্রীর কথায়, "সিপিএম-এর আমলে এত মার খেয়েছি যে প্রাথমিক চিকিৎসা এখন নিজে বুঝি। একবার বরানগরের এক মিটিংয়ে চা খাওয়ার পর দেখলাম মাথা ঘুরছে, গা-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। নিজের কাছে থাকা ওষুধ খেয়ে সে বার ঠিক হয়েছিলাম। সেই থেকে বাইরে কিছু খাই না।"

শনিবার ঝাড়গ্রামে তৃণমূলের জনসভা শেষে ফেরার পথে একটি বাসে ওআরএস-এর পাউডার ভেবে একটি প্যাকেট খুলে জলে মিশিয়ে খেয়ে নেন কর্মীরা। বাসের মধ্যে ওই বিষাক্ত কীটনাশক এল কোথা থেকে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রহস্য দানা বেঁধেছে। এটি নিছকই দুর্ঘটনা নাকি কেউ চক্রান্ত করে বাসে বিষের প্যাকেট রেখেছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল নেতারা। এই প্রেক্ষিতেই মমতা এ দিন বিশেষ করে রাজনীতিক, চিকিৎসক এবং পুলিশ-প্রশাসনের কর্তাদের বাড়তি সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। তাঁর আশঙ্কা, ২৪ ঘণ্টা কাজে ব্যস্ত থাকা মানুষদের নিশানা করে কেউ বিষাক্ত খাবার খাইয়ে দিতেই পারে।

জঙ্গলমহলের কর্মীরা যাতে কোনও ফাঁদে পা না দেন, সে দিকে কড়া নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী। তিনি সাফ জানান, খাবারের মাধ্যমে যে কোনও সময় ক্ষতি করার চেষ্টা হতে পারে। তাঁর কথায়, "আমি নিজে বাইরে খাওয়ার আগে দেখে নিই জিনিসটা ঠিক কি না। আপনারা ওড়িশা বা বাইরে থেকে আসা লোকেদের দেওয়া খাবার বা জল ভুলেও খাবেন না।"

'চিরকাল প্রতিধ্বনি হবে ওঁর কণ্ঠ' আশা ভোঁসলের স্মৃতিচারণ মোদী-মমতার

'আশা-হীন' সুরের জগত। প্রয়াত কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলে। মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে আজ, ১২ এপ্রিল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মাল্টিপল অর্গান ফেলিওরের কারণে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- সকলেই শোক প্রকাশ করেছেন। ৯২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আশা ভোঁসলে। তাঁর ছেলেই মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।

২০১৮ সালে আমরা সর্বোচ্চ সম্মান বঙ্গবিভূষণ দিতে পেরেছিলাম। ওনার প্রয়াণে তাঁর পরিবার ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ অনুরাগীর প্রতি সমবেদনা রইল।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বনাম বিজেপির প্রতিশ্রুতি-নারী ভোটকে ঘিরে তর্ক-বিতর্কে সরগরম রাজনীতি

সমকাল সংবাদ: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে এবার সবচেয়ে বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে মহিলাদের ভাতা। একদিকে Mamata Banerjee সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের অনুদান বাড়িয়ে মাসে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে, অন্যদিকে বিজেপি তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ৩০০০ টাকা দেওয়া হবে। ফলে নারী ভোটকে ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক টানাপোড়েন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাংলার নির্বাচনে মহিলা ভোটারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েকটি নির্বাচনে নারী ভোটের বড় অংশ তৃণমূলের দিকে গিয়েছে বলে মনে করা হয়। সেই কারণেই 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে চেয়েছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সভায় দাবি করেছেন, "আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজ করি, শুধু কাগজে কলমে নয়, বাস্তবে মানুষের হাতে টাকা পৌঁছে দিই।" তাঁর বক্তব্য, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ইতিমধ্যেই বহু পরিবারের আর্থিক সহায়তার অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, Narendra Modi-র নেতৃত্বে বিজেপি শিবির এই ইস্যুতেই পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে। তাদের দাবি, বর্তমান সরকারের দেওয়া ভাতা যথেষ্ট নয় এবং মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্য আরও বেশি সহায়তা প্রয়োজন। সেই কারণেই তারা ৩০০০ টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তবে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েই শুরু হয়েছে তর্ক-বিতর্ক। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে আদৌ এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে কি না। আবার তৃণমূলের বিরোধীরা বলছেন, ভোটের আগে ভাতা বাড়ানো শুধুই রাজনৈতিক কৌশল।

গ্রাউন্ডে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভোটারদের মধ্যেও মতভেদ স্পষ্ট। কেউ বলছেন, "যে সরকার ইতিমধ্যেই টাকা দিচ্ছে, তার উপরেই ভরসা রাখা ভালো।" আবার অন্য অংশের বক্তব্য, "যদি বেশি টাকা পাওয়া যায়, তাহলে নতুন সুযোগকে কেন গ্রহণ করা হবে না?"

গ্রামীণ এলাকার বহু মহিলার মতে, এই ভাতা তাঁদের সংসারের খরচ চালাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফলে তাঁরা বাস্তব সুবিধাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। অন্যদিকে শহরের কিছু ভোটার বলছেন, শুধু ভাতা নয়, কর্মসংস্থান ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নই হওয়া উচিত প্রধান ইস্যু।

সব মিলিয়ে, মহিলাদের ভাতা এখন বাংলার ভোট রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। ১৫০০ টাকার নিশ্চিত সুবিধা নাকি ৩০০০ টাকার প্রতিশ্রুতি-কোনটি বেশি প্রভাব ফেলবে, তা নির্ধারণ করবে ভোটবাক্স। নারী ভোটারদের মন জয় করতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই ইস্যুতেই তর্ক-বিতর্ক চলবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

SIR-এর নামে বাদ নাম, আবার অনিশ্চয়তায় ছিটমহলবাসী-উঠছে

দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হওয়ার আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আবহে উঠে এল এক গভীর মানবিক সংকটের ছবি। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া ছিটমহলবাসীদের একাংশের অভিযোগ-ভোটার তালিকা সংশোধন বা ঝওজ প্রক্রিয়ার নামে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে কার্যত ভোটাধিকার হারানোর মুখে পড়েছেন বহু মানুষ।

২০১৫ সালের India-Bangladesh Land Boundary Agreement-এর মাধ্যমে ছিটমহলবাসীরা বহু প্রতীক্ষিত নাগরিকত্ব পান। দশকের পর দশক রাষ্ট্রহীন অবস্থায় থাকার পর তাঁরা ভারতীয় গণতন্ত্রে নিজেদের জায়গা খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন সেই অধিকারই প্রশ্নের মুখে।

সমকাল সংবাদ-এর গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্টে উঠে এসেছে একের পর এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। কোচবিহার ও সংলগ্ন ছিটমহল এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, বহু মানুষের হাতে নেই বৈধ ভোটার কার্ড। কারও নাম হঠাৎ করেই ভোটার তালিকা থেকে উধাও। কেউ আবার জানতেই পারেননি কবে তাঁদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, "আমরা এত বছর লড়াই করে নাগরিকত্ব পেয়েছি। এখন আবার প্রমাণ করতে হবে আমরা এই দেশের নাগরিক? তাহলে কি আমরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক?"- এই প্রশ্নই ঘুরছে ছিটমহলের অলিগলিতে।

অনেকের বক্তব্য, ঝওজ বা ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় সঠিকভাবে যাচাই না করেই নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। বহু মানুষ দাবি করছেন, তাঁদের কাছে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক ত্রুটির কারণে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

এই পরিস্থিতিতে প্রবল ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। বৃদ্ধ থেকে যুবক-সবাই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। কারণ, ভোটাধিকার হারানো মানেই গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া।

রাজনৈতিক মহলেও এই ইস্যু ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র তরজা। বিরোধীদের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে ভোটের বাইরে রাখার চেষ্টা চলছে। যদিও প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে, নিয়ম মেনেই ভোটার তালিকা সংশোধন করা হচ্ছে এবং যাঁদের নাম বাদ পড়েছে তাঁরা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় আবেদন করে নাম পুনরুদ্ধার করতে পারবেন।

তবে বাস্তবের চিত্র অনেকটাই ভিন্ন বলেই দাবি স্থানীয়দের। তাঁদের কথায়, "আবার কি আমাদের সেই পুরনো দিন ফিরে আসবে? আমরা কি আবার দেশহীন হয়ে যাব?"

কংগ্রেস প্রার্থীকে আটক NIA-এর, মোথাবাড়ি কাণ্ডে ধৃত আরও এক

নিজস্ব সংবাদদাতা: মোথাবাড়ির ঘটনায় তৎপর এনআইএ। তদন্তে নেমে এবার মোথাবাড়ির কংগ্রেস প্রার্থী সায়েম চৌধুরীকে আটক করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আজ, প্রচার চলাকালীনই তাঁকে আটক করে এনআইএ। এছাড়া, আরও এক কংগ্রেস কর্মী ও ব্লক ছাত্র পরিষদ সভাপতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে, মোথাবাড়ির ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক আইএসএফ সমর্থককে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। বিচারকদের হেনস্থার ঘটনায় এটাই প্রথম গ্রেফতার এনআইএ-এর।

জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন বাদেই আলিনগরে প্রচারে বেরিয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী সায়েম চৌধুরী। তিনি বারবার অভিযোগ করেছিলেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে প্রচার করতে পারছেন না। টিভি৯ বাংলার ক্যামেরাতেই তিনি বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হতে পারে বলে বারবার দাবি করেছেন। বেশ কিছুদিন প্রচার থেকেও দূরে ছিলেন।তবে, কয়েকদিন বাদে আজ যখন আলিনগরে প্রচার সারছিলেন, ঠিক সেইসময় তাঁকে তুলে নিয়ে যায় তদন্তকারী অফিসাররা। প্রথমে মোথাবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে এনআইএ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে সায়েম চৌধুরীকে।

মোথাবাড়ির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ব্লক ছাত্র পরিষদ সভাপতি আসিফ সেখ এবং আরও এক কংগ্রেস কর্মীকেও আটক করা হয়েছে। এছাড়া মোথাবাড়ির এক পঞ্চায়েত সদস্যকেও আটক করেছে এন আই এ। তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে খবর।

এদিকে, মোথাবাড়ি কাণ্ডে বিচারক হেনস্থার অভিযোগে এনআইএ-র হাতে প্রথম গ্রেফতার। আইএসএফ সমর্থক গোলাম রব্বানিকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন বিডিও অফিসের বাইরে গোলাম রব্বানিকে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছিল। একাধিক যে তথ্য প্রমাণ রয়েছে, তার ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার দিন কী কী হয়েছিল, কেন বিডিও অফিসের ভিতরে বিচারকদের আটক করা হয়েছিল, সেই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আগামিকাল তাঁকে আদালতে তোলা হবে। উল্লেখ্য, মোথাবাড়ির ঘটনায় ধৃত ৪৭ জন অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে এনআইএ। এবার আইএসএফ সমর্থককে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবেন তদন্তকারী অফিসাররা।

কেষ্টভূমে হুঁশিয়ারি অমিত শাহের

নিজস্ব সংবাদদাতা: বীরভূমের রাজনীতিতে একদা বেতাজ বাদশাহ ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস অনুব্রত মণ্ডল। তবে পাচারকাণ্ডে জেল খেটে আসার পর থেকে অনুব্রতর সেই দাপট যেন ততটা প্রবল নয়। তবে অনুব্রত মণ্ডলের সেই প্রভাব কতটা বজায় রয়েছে, তার পরীক্ষা যেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। আর সেই কেষ্টর বীরভূমে দাঁড়িয়েই তৃণমূলের গুন্ডাদের পালটা হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ এক নির্বাচনী জনসভায় বিজেপি নেতা বলেন, তৃণমূলের গুন্ডারা যেন ২৩ এপ্রিল ঘরে বসে থাকেন, না হলে ৫ মে খুঁজে খুঁজে সকলকে জেলে ভরব।

ভোট পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ টেনে এনে আজ অমিত শাহ বলেন, ২০২১ সালের ভোটের পর এখানে আমাদের কর্মীদের উপর অনেক অত্যাচার করা হয়েছে। আপনারা মমতার সরকারকে টাটা-বাই করে দিন। কাটমানি, সিন্ডিকেটওয়ালাদের উল্টো ঝুলিয়ে সোজা করার কাজ আমরা করব। এই রাজ্যে ৪ মে-র পর ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হবে। রাজ্যে বিকাশের নতুন যুগ শুরু হবে। আপনারা ভয়ের জবাব ভরসায় দেবে। বীরভূমবাসীকে বলছি, আপনারা মেশিনে পদ্মের চিহ্ন খুঁজে নিন। তৃণমূলের গুন্ডাদের আমরা খুঁজে নেব।

দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলকে তোপ দেগে শাহ বলেন, জলজীবন

মিশন-এর কোটি কোটি টাকা কোথায় গেল? তৃণমূলের গুন্ডারা সেই টাকা খেয়ে নিয়েছে। ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি নিয়ে দুর্নীতি কে করল? পুরনিয়োগ দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, মনরেগা দুর্নীতি, প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার দুর্নীতি, তৃণমূলের সময় শুধু দুর্নীতিই হয়েছে। এরা বাংলার সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারে না। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। মোদীজি শান্তিনিকেতনকে ইউনেস্কো-র স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন। বাংলা ভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষা বানানোর কাজ করেছেন মোদীজি। এদিকে আজ মহিলা সুরক্ষা নিয়ে মমতাকে তোপ দাগেন অমিত শাহ। তিনি বলেন,রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হলেও বাংলার মা-বোনেদের তিনি সুরক্ষা দিতে পারেন না। রাতে কেন কেউ বাইরে বেরিয়েছেন, তা জিজ্ঞাসা করেন। তবে আমরা ক্ষমতায় এলে এমন বাংলা তৈরি করব যেখানে রাত ১টাতেও মেয়েরা স্কুটিতে বেরোতে পারবে। কোনও আরজি কর বা দুর্গাপুর হবে না। মেয়েরা সর্বত্র সুরক্ষিত থাকবে। এদিকে অনুপ্রবেশ এবং ইউসিসি নিয়েও আজ মুখ খোলেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, তৃণমূল অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারবে না। আমরা ক্ষমতায় এলে ৮ মে-র পরে খুঁজে খুঁজে অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে বার করে দেব। আমরা ক্ষমতায় এলে ইউসিসি চালু করব। যাঁরা চার বার বিয়ে করেন, সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।

গুলি খাওয়া শহিদ পরিবারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিরাট সভা CPM-এর

সমকাল সংবাদ: এক সময় পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল ছিল লাল দুর্গ। তারপরও সেখানে খুন হন একের পর এক সিপিএম কর্মী সমর্থক। পুরুলিয়া বান্দোয়ান এবং বলরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ৩৬ জন সিপিএম কর্মী-সমর্থক নিহত হয়েছিলেন মাওবাদীদের হাতে। একজন আইসিডিএস কর্মী এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী জনসভায় সেই শহিদ পরিবারের সদস্যদের উপস্থিত করে ভোট বৈতরণি পার করার চেষ্টা সিপিএমের। গুলি খাওয়া এক সিপিএম কর্মী দাবি করলেন, "তখন যাঁরা মাওবাদি ছিল আজ তৃণমূলের নেতা। ভয়ে গ্রামে ঢুকতে পারি না।"

সোমবার পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ও বলরামপুর বিধানসভার দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে সভা করা হয় বরাবাজার ব্লকের বেলডির মাঠে। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, আভাস রায়চৌধুরী, জেলা সম্পাদক প্রদীপ রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। শহিদের স্মরণ করা হয়। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে দেওয়া হয় ফুল। শহিদ পরিবারের সদস্যদের উপস্থিত করা হয়। শহিদদের পরিবারের সদস্যদের কণ্ঠে তীব্র ক্ষোভ। তাঁর জানিয়ে দিলেন, সেদিন যারা হত্যালিলা চালিয়েছিল, তারা এখন শাসকদলের অংশ। সরকারি চাকরি করে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। আর যাঁরা সেদিন প্রাণ হারিয়েছিলেন তারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কেউ আবার জানিয়ে দিলেন, ক্ষতিপূরণের তিন লাখ টাকা আজও তাঁরা পাননি, কারণ তাঁরা সিপিএম করেন। চন্দ্রশেখর মাঝি নামে এক বাম সমর্থক বলেন, "সালটা ২০০৩। আমি যাচ্ছিলাম দাদুর সঙ্গে। সেই সময় মাওবাদীরা এলোপাথাড়ি গুলি করে আমাদের। আমার দাদু তখনই মারা গেছিলেন। তারপর আমি গ্রাম ছাড়া হয়ে যাই। এখনও গ্রামে ভয়ে ঢুকতে পারি না। তখন যাঁরা মাওবাদি ছিল এখন তৃণমূলের নেতা। সেই কারণেই ভয়।"

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায় চৌধুরী বলেন, "মাউমুলি হচ্ছে তৃণমূল। পুরুলিয়া,ঝাড়গ্রাম সহ জঙ্গলমহলে তারা কারা, আজকের মুখ্যমন্ত্রী কাদের পিঠে চড়ে ক্ষমতায় এসেছে? তারপরে ১৫বছর বাংলায় মরুভুমি হয়ে গেছে। কাজের জন্য লড়াই করতে গিয়ে ৩৬ জন শহিদ হয়েছেন।"

মহম্মদ সেলিম বলেন, "খাল কেটে বিজেপিকে আনা হয়েছে। মাওবাদীদের ডেকে নিয়ে এসে খুন করেছে। শহিদদের পরিবার আছে, যাঁরা মাওবাদীদের গুলি খেয়ে ছিলে তাঁরাও আছেন। মমতা গদিতে বসার জন্য এই মাওবাদীদের স্টেটগান ও মেশিনগান আর ল্যান্ডমাইন নিয়ে ছারখার করার চেষ্টা করেছিল। তখন সব শেয়ালের এক সঙ্গে রা কেটেছিল।" রাজীব লোচন সোরেন, বান্দোয়ান বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বলেন, "আমার মনে হয় এই সবে সেলিম নিজেই ছিলেন। তখন তো ওদের সরকার ছিল। তৃণমূলের দম ছিল তখন ওদের উপর কথা বলবে? ওরাই দিনে দুপুরে হার্মাদ গিরি করত।"

একই মাঠে সিউড়িতে মমতার জনসভা

সমকাল সংবাদ: বীরভূম জেলায় ভোটের উত্তাপ ক্রমশ চড়ছে। তাপমাত্রার পারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাজনৈতিক প্রচারের ঝাঁজ। চারদিন আগে যে ইরিগেশন কলোনির মাঠে প্রধানমন্ত্রী ঘধৎবহফৎধ গড়ফর বিজেপির সভা করেছিলেন, সেই একই মঞ্চ থেকেই এবার পাল্টা আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সভা থেকে বীরভূমে "বোমা তৈরির কুটির শিল্প" নিয়ে কড়া মন্তব্য করেছিলেন মোদি। তারই জবাবে এদিন তৃণমূল সুপ্রিমো সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, "বাংলাকে বদনাম করার রাজনীতি করছে বিজেপি। উন্নয়নকে আড়াল করতেই মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে।"

এদিন সকাল থেকেই সভাস্থল ঘিরে ছিল কড়া নিরাপত্তা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমায় ইরিগেশন কলোনির মাঠে। সিউড়ি, বোলপুর, রামপুরহাট, মৌরেশ্বর, নলহাটি, হাঁসন ও মুরারই-সহ বীরভূমের ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প তুলে ধরেন। স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার-এই সমস্ত প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, "এই সরকার মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে।" পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগও তোলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, "বাংলায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র ভরসা।" বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তিনি কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তাও দেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একই মঞ্চে দুই শীর্ষ নেতার সভা হওয়ায় বীরভূমে এই লড়াই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভোটের আগে এই ধরনের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য যে জনমনে বড় প্রভাব ফেলবে, তা বলাই বাহুল্য।

সব মিলিয়ে, বীরভূমে এখন নির্বাচনী লড়াই জমে উঠেছে তুঙ্গে। শেষ মুহূর্তের প্রচারে কে কাকে টেক্কা দেয়, সেটাই এখন দেখার।

বাংলায় শুধু সিন্ডিকেট চলে, কাজই বেকারের সংখ্যা বাড়ানো', মালদহে রাহুল

সমকাল সংবাদ: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ময়দানে মঙ্গলবার এক ভিন্ন মেজাজে ধরা দিলেন রাহুল গান্ধী । রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের 'বোঝাপড়া' নিয়ে জল্পনা থাকলেও, মালদহের জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নজিরবিহীন ভাষায় আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সারদা-রোজভ্যালি থেকে আরজি কর - সব ইস্যু টেনে এনে রাহুল সাফ জানিয়ে দিলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও দুর্নীতিগ্রস্ত, তিনি বাংলায় শুধু সিন্ডিকেট দিয়ে সরকার চালান।"

এ দিন রায়গঞ্জের পর মালদহে জনসভা করেন রাহুল গান্ধী। সেখান থেকেই শাসক দলের দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। রাহুলের দাবি, সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে ১৭ লক্ষ বিনিয়োগকারীর ১৯০০ কোটি টাকা এবং রোজ ভ্যালিতে ৩১ লক্ষ মানুষের ৬৬০০ কোটি টাকা এখনও ফেরত দেওয়া হয়নি। তাঁর তোপ, "কয়লা পাচার থেকে শুরু করে বেআইনি খাদান - বাংলায় এখন শুধু 'গুন্ডা ট্যাক্স' তোলা হয়। এতে বাংলার সাধারণ মানুষের কোনও লাভ হয় না, লাভ হয় শুধু তৃণমূলের সিন্ডিকেটের।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৫ বছরের শাসনকালকে কাঠগড়ায় তুলে রাহুল বলেন, তৃণমূলের কাজই হল বাংলায় বেকারের সংখ্যা বাড়ানো। তাঁর কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সব ব্যবসা ও শিল্প বন্ধ করে দিয়েছেন। তৃণমূলের নেতাদের চিনলে এবং টাকা দিলে আপনার কাজ হবে, কিন্তু আপনি সাধারণ নাগরিক হলে আপনার কোনও দাম নেই। মমতা সব জেনেও দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে কিছু করেন না।"

এক সময়ের শিল্পের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত বাংলার এই বেহাল দশার জন্য বামপন্থীদের পাশাপাশি মমতাকেও সমানভাবে দায়ী করেন রাহুল। তবে এ দিন তাঁর বক্তৃতার বড় অংশ জুড়ে ছিল আরজি করের ছায়া। রাহুল বলেন, "আমরা যদি হিংসা আর মহিলাদের ওপর অত্যাচারের কথা বলি, তবে আরজি করের সেই ভয়াবহ ধর্ষণ ও খুনের কথা বলতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গে আজ কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তৃণমূলের গুন্ডারা যা চায়, তা-ই করতে পারে।"

বিজেপি এবং তৃণমূল - উভয় পক্ষকেই এ দিন আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস নেতা। তাঁর মতে, একদিকে বিজেপি দেশে হিংসা ছড়াচ্ছে, আর অন্যদিকে তৃণমূল বাংলায় সেই হিংসায় মদত দিচ্ছে। রাহুলের দাবি, বাংলার মানুষ এখন দুই শক্তির চাপে 'পিষছেন'। এই পরিস্থিতি থেকে একমাত্র মুক্তি দিতে পারে কংগ্রেসই।

আরজি কর থেকে শুরু করে সারদা কেলেঙ্কারি - রাহুলের এ দিনের আক্রমণাত্মক ঢং বুঝিয়ে দিল, ছাব্বিশের নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে কোনও রকম নরম মনোভাব দেখানোর পথে হাঁটছে না কংগ্রেস হাইকম্যান্ড।

৫০% বাড়ছে লোকসভার আসন! মহিলাদের বরাদ্দ ২৭২ সিট, বড় ঘোষণা আইন মন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা: দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভায় আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। বৃহস্পতিবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জানান, ভবিষ্যতে দেশের প্রতিটি রাজ্যে সংসদীয় আসনের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে মোট লোকসভা আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৮১৫-এ পৌঁছাতে পারে। এই প্রস্তাবিত আসনগুলির মধ্যে ২৭২টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার পরিকল্পনাও রয়েছে, যা নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় তিনটি সংশোধনী বিল পেশ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সংবিধানের ১৩১ তম সংশোধন। এছাড়া, ডিলিমিটেশন কমিশন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সংক্রান্ত আইনের সংশোধনী বিল। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী হবে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠায় নতুন দিশা মিলবে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে বড় পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে বিষয়টি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সংসদের কার্যসূচিতে নতুন গতি আনতে তিন দিনের একটি বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়েছে, যা মূলত বাজেট অধিবেশনের সম্প্রসারিত পর্ব। এই অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আইন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামছে ৪০ হাজার রাজ্য পুলিশ

অসিম দেবনাথ: প্রথম দফার নির্বাচনী লড়াইয়ে বুথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামছে রাজ্য পুলিশও । কমিশনের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রথম দফায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট ৪০ হাজার ৯২৮ জন রাজ্য পুলিশকর্মী ও আধিকারিক মোতায়েন করা হবে। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিশাল উপস্থিতির তুলনায় এই সংখ্যাটি এক চতুর্থাংশেরও কম।

নজরদারির শীর্ষে মুর্শিদাবাদ

কমিশনের দেওয়া তথ্য বলছে, প্রথম দফার ভোটে সবচেয়ে বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে জেলাটিকে দুটি পুলিশ জেলায় ভাগ করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলায় ৪,২১৬ জন এবং জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় ১,৫৫০ জন- অর্থাৎ সমগ্র জেলায় মোট ৫,৭৬৬ জন পুলিশকর্মী নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন।

উত্তরবঙ্গের জেলাভিত্তিক বিন্যাস

প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলাতেই ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হবে। সেই মোতাবেক পুলিশ মোতায়েনের হিসাব নীচে দেওয়া হল:

কোচবিহার: ২,৩৭০ জন,মালদহ: ২,৮১৮ জন, জলপাইগুড়ি: ১,৪৬৭ জন, দার্জিলিং ও কালিম্পং: যথাক্রমে ১,১৭০ জন ও ৬২৭ জন, আলিপুরদুয়ার: ১,১৫৯ জন, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট: ১,২৯০ জন, উত্তর দিনাজপুর: ইসলামপুর (১,১১৯ জন) ও রায়গঞ্জ (১,০০৪ জন) পুলিশ জেলা মিলিয়ে মোট ২,১২৩ জন।

জঙ্গলমহল ও বীরভূমের তপ্ত রাজনৈতিক আবহেও মোতায়েন করা হচ্ছে পর্যাপ্ত বাহিনী।

বীরভূম: ৩,২৪৮ জন, বাঁকুড়া: ৩,১২৭ জন, পুরুলিয়া: ৩,০০৫ জন, ঝাড়গ্রাম: ১,১০৮ জন

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর: পূর্ব মেদিনীপুরে ৩,৯৮১ জন এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ৩,৩২৭ জন।

পশ্চিম বর্ধমান: আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ৩,১২৭ জন পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকবেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী বনাম রাজ্য পুলিশ

কমিশন আগেই জানিয়েছিল, প্রথম দফার ভোটের জন্য ২,৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করা হবে। প্রতি কোম্পানিতে গড়ে ৭২ জন সদস্য ধরলে এই সংখ্যাটি দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩০৪ জন। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্য সংখ্যা রাজ্য পুলিশের তুলনায় প্রায় চার গুণ বেশি।

কমিশনের এই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় আদতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই তৈরি করা হয়েছে। এখন দেখার, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের এই 'সাঁড়াশি' পাহারায় ভোটের দিন পরিস্থিতি কতটা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

শহরের ১০০ বুথে নেই বিদ্যুৎ, কীভাবে সম্ভব! রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভোট কড়া নাড়ছে দরজায়, হাতে আর বাকি মাত্র কদিন। চারিদিকে প্রচার, দেওয়াল লিখন। এরই মাঝে সামনে এল চাঞ্চল্যকর ছবি। শতাধিক বুথে নেই বিদ্যুৎ সংযোগ। ফলে ওয়েব কাস্টিং সম্ভব নয়। যা দেখে রীতিমতো স্তম্ভিত নির্বাচন কমিশন। আরও অবাক করা বিষয়, এই বুথগুলি সবই স্কুল এবং রয়েছে খাস কলকাতায়। এখন প্রশ্ন উঠছে, এই সব স্কুলে যদি এতদিন বিদ্যুৎই না থাকে, তাহলে পড়ুয়ারা পড়াশোনা করছে কেমন করে। এব্যাপারে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতায় ১০০-রও বেশি বুথ এখনও বিদ্যুৎহীন। তার মধ্যে শুধু বন্দর এলাকাতেই রয়েছে ৫০টির বেশি। বিষয়টি জানার পরই জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের দ্রুত রিপোর্ট দিতে এবং সমস্যা মেটাতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

রাজ্যের অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রই স্কুলে তৈরি হয়। সেই স্কুলেই যদি বিদ্যুৎ না থাকে, তাহলে পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠছে স্বাভাবিকভাবেই। নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক স্পষ্ট জানিয়েছেন, স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ ঠিক রাখা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু সেই কাজ ঠিকমতো না হওয়াতেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

ওয়েব কাস্টিং নিয়ে জট

কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি বুথে ভোট চলাকালীন ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকলে সেই পরিষেবা চালানো সম্ভব নয়। ফলে স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়া নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

এছাড়া ভোটের দিন বুথের জানালা ও অতিরিক্ত দরজা বন্ধ রাখার নিয়ম রয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ না থাকলে অন্ধকারে ভোটগ্রহণে সমস্যা হবে।

বিকল্প পথে কমিশন

এই পরিস্থিতিতে কমিশন জানিয়েছে, যেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, সেখানে অস্থায়ীভাবে সংযোগ দিতে হবে। প্রয়োজনে জেনারেটর বসাতে হবে, যাতে কোনওভাবেই ভোট প্রক্রিয়া ব্যাহত না হয়। একইসঙ্গে পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

হাতে আর কয়েকদিন

উল্লেখ্য, এ বার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে দুই দফায়। প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল, ১৫২টি আসনে। দ্বিতীয় দফা ২৯ এপ্রিল, ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ফল ঘোষণা ৪ মে।

ভোটের আগে যখন শেষ মুহূর্তের প্রচারে ব্যস্ত প্রার্থীরা, তখন শহরের বুকে এমন বিদ্যুৎহীন বুথের ছবি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

সব মিলিয়ে প্রশ্ন একটাই, যেখানে স্কুলেই বিদ্যুৎ নেই, সেখানে কীভাবে নির্বিঘ্ন ভোট হবে? এখন দেখার, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সমস্যা কতটা কাটিয়ে উঠতে পারে প্রশাসন।

সোনা পাপ্পুর মামলায় এবার রাজ্যের এক IPS অফিসারকে তলব ইডির

নিজস্ব সংবাদদাতা: শাসকদলের একাধিক নেতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার ছবি সামনে এসেছে। মাস আড়াই আগে ঢাকুরিয়ার কাঁকুলিয়া রোডে গুলি, বোমাবাজির ঘটনায় নাম জড়ানোর পর থেকে বেপাত্তা তিনি। সেই সোনা পাপ্পু ওরফে বিশ্বজিৎ পোদ্দারের বাড়িতে সম্প্রতি তল্লাশি অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এবার এই মামলায় আইপিএস গৌরব লালকে ইডি তলব করল। সোনা পাপ্পু ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী জয় কামদারকেও আগামিকাল সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে।

আইপিএস গৌরব লাল কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। এখন তিনি হাওড়া সিটি পুলিশের যুগ্ম কমিশনার সদর পদে রয়েছেন। আগামিকাল সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে তাঁকে। ইডির দাবি, আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরে এই আইপিএস-কে তলব করা হয়েছে।

শুধু আইপিএস গৌরব লাল নন, আগামিকাল সিজিও কমপ্লেক্সে ডাকা হয়েছে ব্যবসায়ী জয় কামদারকেও। গত ১ এপ্রিল সোনা পাপ্পুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। ওইদিনই সোনা পাপ্পু ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী জয় কামদারের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। সেই তল্লাশিতে ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছিল।

গত ১ এপ্রিল ওই তল্লাশির সময় সোনা পাপ্পুর ব্যবহার করা একটি ফরচুনার গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। একটি রিভলবারও বাজেয়াপ্ত করা হয় ওইদিন। ইডি সূত্রে খবর, সেই অস্ত্র পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ইডির দাবি, রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের রুজু করা বেশ কয়েকটি এফআইআর-র ভিত্তিতে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে তারা। সিন্ডিকেট করে টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ রয়েছে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে। তাঁকে সমন পাঠানো হলেও হাজিরা দেননি বলে ইডির দাবি। তবে খুঁজে পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় 'লাইভে' এসে নানা দাবি করছেন সোনা পাপ্পু। এই পরিস্থিতিতে সোনা পাপ্পুর মামলায় এবার আইপিএস গৌরব লাল ও ব্যবসায়ী জয় কামদারকে তলব করল ইডি।

জীবিত থেকেও মৃত! এক বছর ধরে বন্ধ বার্ধক্য ভাতা!

নিজস্ব সংবাদদাতা:সরকারি নথির এক চরম উদাসীনতায় জীবিত থেকেও মৃত হয়ে রয়েছেন নদিয়ার এক বৃদ্ধ দম্পতি। গত এক বছর ধরে বন্ধ তাঁদের একমাত্র সম্বল বার্ধক্য ভাতা। বর্তমানে অসুস্থতা আর চরম অনাহারে ভাঙা ঘরে দিন কাটছে তাঁদের। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের পার চন্দননগরের ৮ নম্বর বুথ এলাকায়।

৯৪ বছর বয়সী পাঁচুগোপাল তরফদার ও তাঁর স্ত্রী পার্বতী। পাঁচু একসময় ভ্যান-রিকশা চালাতেন এবং এলাকায় বাউল শিল্পী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বার্ধক্যজনিত কারণে এখন আর শরীর চলে না। কিছুদিন আগেই তাঁদের একমাত্র সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। অভাবের সংসারে রেশনের চাল আর সরকারি বার্ধক্য ভাতাই ছিল বেঁচে থাকার শেষ আশাটুকু। কিন্তু হঠাৎই সেই ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েন তাঁরা। বিডিও অফিসে খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, সরকারি নথিতে তাঁদের 'মৃত' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের এনএসএপি (ঘঝঅচ) প্রকল্পের টাকা।

দুরবস্থার ছবি টাকার অভাবে ওষুধ কেনা তো দূরস্থান, দু'বেলা দুমুঠো অন্ন জোগানোই এখন তাঁদের কাছে বিলাসিতা। কোনওদিন গাছপাতা কুড়িয়ে বা রেশনের চাল সেদ্ধ করেই আধপেটা খেয়ে জীবন কাটছে তাঁদের। মাটির ভাঙা কুঠিরে বর্ষার রাতে জল পড়ে, কিন্তু মেরামত করার সামর্থ্য নেই। পাঁচু অভিযোগ, তৃণমূল সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁর স্ত্রী পার্বতী আক্ষেপ করে বলেন, "স্বামীকে দু'বেলা খাওয়াতেও পারছি না, আর কতদিন এভাবে লড়াই করব জানি না।"

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। স্থানীয় তৃণমূল নেতা অশোক কুমার ঘোষ স্বীকার করেছেন যে দম্পতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি বলেন, "আমি নিজে পাঁচুকে বিডিও অফিসে নিয়ে গিয়ে আবেদন করিয়েছিলেন, তবুও কেন কাজ হয়নি তা নিয়ে আমি সত্যিই লজ্জিত।" অন্যদিকে, বিজেপির বুথ সভাপতি শিবনাথ মুখোপাধ্যায় ও শিবনিবাস পঞ্চায়েতের বিজেপি উপপ্রধান বিকাশ দাসের অভিযোগ, "রাজ্য সরকার নতুন প্রকল্পের প্রচারে ব্যস্ত থাকলেও প্রকৃত অভাবী মানুষের খবর রাখছে না। বারবার বিডিও অফিসে দরবার করলেও কোনো সুরাহা হয়নি।" সরকারি লালফিতের ফাঁস ছিঁড়ে কবে নাগাদ নিজেদের 'জীবিত' প্রমাণ করে প্রাপ্য সম্মান ও ভাতা ফিরে পাবেন এই অসহায় দম্পতি? উত্তরের অপেক্ষায় দিন গুনছে পার চন্দননগর।

ইডেনে রুদ্ধশ্বাস জয়! ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫ উইকেটে উড়িয়ে সরাসরি সেমিতে টিম ইন্ডিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা: ক্রিকেটের নন্দনকানন আজ সেজেছে এক হাই-ভোল্টেজ যুদ্ধের জন্য! ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ-মাঠে নামছে দুই মহারথী। সমীকরণটা খুবই সোজা, আজ যে জিতবে সেমিফাইনালের টিকিট হবে তারই। রবিবাসরীয় ইডেনে গ্যালারি ভরা দর্শকদের চিৎকার আর পিচের রহস্যময় আচরণ, সব মিলিয়ে টেনশন এখন তুঙ্গে। রোহিত-বিরাটদের ব্যাটে কি আজই নিশ্চিত হবে শেষ চারের লড়াই, নাকি ক্যারিবিয়ান ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হবে টিম ইন্ডিয়ার স্বপ্ন?

আউট হার্দিক! ভারতের পঞ্চম ধাক্কা

ভারতের ব্যাটিং ক্রমে পঞ্চম ধাক্কা লাগল। শামার জোসেফ ইয়র্কার দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু বলটি নিচু ফুলটস হয়ে যায়। হার্দিক পান্ডিয়া খোলা ব্যাটে বলটি ঠেলতে চাইলেও টাইমিং হয়নি। বল ব্যাটে লেগে আকাশে উঠে যায়, এবং জেসন হোল্ডার কোনো ভুল না করে নিখুঁত ক্যাচ ধরেন। হার্দিক ১৪ বলে ১৭ রান করে সাজঘরে ফিরলেন। তাঁর বদলে ক্রিজে এলেন শিবম দুবে, আর ভারতের লড়াই ক্রমে কঠিন হয়ে উঠল।

আউট তিলক! চতুর্থ উইকেট পড়ল ভারতের

ভারতের চতুর্থ উইকেটও পড়ে গেল। তিলক বর্মা ১৫ বল খেলে ২৭ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছেন, কিন্তু বড় স্কোর গড়তে পারেননি। মিডল ওভারে এসে স্লো বলটি খেলতে গিয়ে তিনি লম্বা শট খেলতে চাইলেও বল যথেষ্ট ওপরে ওঠেনি। মিড-অফে দারুণ রিফ্লেক্স দিয়ে হেটমায়ার ক্যাচটি ধরে ভারতের বড় আঘাত নিশ্চিত করেন।

আউট সূর্যকুমার!

ভারতের ভরসা সূর্যকুমার যাদব বড় অবদান রাখতে পারেননি। ১৬ বল খেলে মাত্র ১৮ রান করে তিনি সাজঘরে ফিরে যান। ১১তম ওভারের দ্বিতীয় বলেই ভারত অধিনায়ক আউট হন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের শামার জোসেফ বোমা মতো বোলিং শেষ পর্যন্ত সাফল্য পান, আর দুরন্ত ক্যাচ ধরেন রাদারফোর্ড। অফ স্টাম্পের বাইরে ফুল লেন্থ বলটি ইনসাইড-আউট খেলতে গিয়ে সূর্যকুমার একটু ব্যালান্স হারান। ঠিক টাইমিং না হওয়ায় বল ব্যাটে লেগে বাউন্ডারি লাইনের দিকে ছুটে আসা রাদারফোর্ড নিচু হয়ে অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরেন। ভারতের দলে বড় চাপে পড়ার মুহূর্ত তৈরি হয়। তবুও এই ওভারে টিম ইন্ডিয়া ১০০ রান অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। ১১ ওভার শেষে ভারতের স্কোর দাঁড়িয়েছে ৩ উইকেটে ১০১ রান।

সঞ্জু স্যামসনের ঝলমলে হাফসেঞ্চুরি

টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটসম্যান সঞ্জু স্যামসন দারুণ ফর্মে রয়েছেন। মাত্র ২৬ বল খেলে তিনি করেন ৫৩ রানের হাফসেঞ্চুরি। এই ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে বেরিয়েছে ৬টি চার ও ৩টি ছক্কা। ১০ ওভার শেষ হওয়ার পর, টিম ইন্ডিয়ার স্কোর দাঁড়িয়েছে ২ উইকেটে ৯৮ রান। সঞ্জুর এই ইনিংস দলের স্কোর বোর্ডে নতুন উদ্যম যোগ করেছে, এবং ম্যাচের উত্তেজনা এখন আরও বেড়েছে।

অভিষেকের পর হতাশ করলেন ঈশান কিষানও

ইডেনে রান তাড়া করতে নেমে চরম বিপাকে টিম ইন্ডিয়া। ওপেনার অভিষেকের ব্যর্থতার পর সাজঘরে ফিরলেন ঈশান কিষানও। জেসন হোল্ডারের করা শর্ট বল বাউন্স হবে আন্দাজ করে পুল শট খেলতে গিয়েছিলেন ঈশান, কিন্তু টাইমিংয়ের ভুলে বল সরাসরি জমা পড়ে ডিপ স্কোয়ার লেগে দাঁড়িয়ে থাকা হেটমায়ারের হাতে। এই উইকেট পতনের সঙ্গে সঙ্গেই গর্জনরত ইডেন গ্যালারিতে হঠাৎ শ্মশানের নীরবতা নেমে আসে। উল্টোদিকে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন হোল্ডার ও ফোর্ড। ৫ ওভার শেষে ভারতের সংগ্রহ ২ উইকেটে ৪৫ রান। ক্রিজে এখন সঞ্জু স্যামসনের (১০ বলে ২০*) সঙ্গী হয়েছেন নতুন ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব (৩ বলে ১*)।

ইডেনে অভিষেকের ব্যর্থতা, সঞ্জুর ব্যাটে ঝড়!

ফিল্ডিংয়ে দুটি ক্যাচ ফেলার পর ব্যাট হাতেও চূড়ান্ত হতাশ করলেন অভিষেক শর্মা। ১১ বলে ১০ রান করে আকিল হোসেনের বলে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন তিনি। তবে অন্য প্রান্তে বিধ্বংসী মেজাজে আছেন সঞ্জু স্যামসন; ৩ ছক্কা ও ১ চারে ৩ ওভারেই ১৮* রান তুলে ফেলেছেন তিনি। ওভারের শেষ বলে অভিষেকের উইকেট নিয়ে গ্যালারিকে চুপ থাকার ইশারা করেন আকিল। ৩ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ১ উইকেটে ২৯। ক্রিজে নতুন ব্যাটার ঈশান কিষান।

১৯৬ রানের টার্গেট তাড়া করতে নামল টিম ইন্ডিয়া

ভারতের ব্যাটসম্যানরা মাঠে নেমে রানের তাড়া শুরু করেছেন। ওপেনিংয়ে নামলেন অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসন। প্রথম ওভারে বল হাতে রয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল হোসেন।

ইরান বিশ্বকাপে খেলছে! জল্পনায় ইতি টেনে জানিয়ে দিলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা: যুদ্ধ চলছে, অনিশ্চয়তা আছে-তবু সিদ্ধান্ত স্পষ্ট। ইরান (Iran football team) আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপে খেলবে। সরাসরি জানালেন ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো (Gianni Infantino)। সাম্প্রতিক ভূরাজনৈতিক অশান্তির কারণে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল, এবার তাতে যবনিকাপাত।

'ইরান আসবেই': সাফ বার্তা ইনফান্তিনোর

একটি অনুষ্ঠানে ইনফান্তিনো বলেন, 'ইরান নিশ্চিতভাবে আসছে। তারা যোগ্যতা অর্জন করেছে, দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে।' ইনফান্তিনোর মতে, খেলোয়াড়দের খেলার ন্যায্য অধিকার আছে এবং সেই জায়গা থেকে ফিফা তাঁদের পাশে। একইসঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, বিশ্বকাপের সময় যাবতীয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপটেই উঠেছিল প্রশ্ন

ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে আমেরিকা (United States) ও ইজরায়েলের (Israel) সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে ইরান। সেই কারণে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। নিরাপত্তা, ভ্রমণ, কূটনৈতিক টানাপড়েন-সব মিলিয়ে বিষয়টি জটিল হয়ে ওঠে। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump) ইরান দলকে অংশ না নেওয়ার পরামর্শও দেন।

'খেলাধুলা রাজনীতির বাইরে থাকা উচিত'

ইনফান্তিনোর বক্তব্য পরিষ্কার-খেলাধুলাকে রাজনীতির বাইরে রাখা দরকার। তাঁর কথায়, 'আমরা সবাই জানি বাস্তব পৃথিবীতে সবকিছু আলাদা করে রাখা যায় না। তবু খেলা মানুষকে একসঙ্গে বেঁধে রাখার কাজ করে।' ফিফার ভূমিকা, সভাপতির মতে, সেই সেতুবন্ধন বজায় রাখা।

গ্রুপ পর্বে কঠিন লড়াই

আসন্ন বিশ্বকাপে ইরানের গ্রুপে রয়েছে মিশর (Egypt), নিউজিল্যান্ড (New Zealand) ও বেলজিয়াম (Belgium)। তাদের গ্রুপ ম্যাচগুলো আমেরিকায় হওয়ার কথা। ফলে মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি বাইরে পরিস্থিতিও নজরে থাকবে। সবমিলিয়ে এতকিছুর মধ্যে বার্তা পরিষ্কার-রাজনৈতিক উত্তেজনা সত্ত্বেও ফিফা খেলাধুলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আগ্রহী। এখন দেখার, বাস্তব পরিস্থিতি এই সিদ্ধান্তে কতটা প্রভাব ফেলে।

দাবার বোর্ডে বিশ্বরেকর্ড, চ্যাম্পিয়ন হয়ে কত টাকা আর্থিক পুরস্কার পেলেন বৈশালী?

নিজস্ব সংবাদদাতা: ইতিহাস গড়েছেন ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু বৈশালী। ঋওউঊ উইমেন্স ক্যান্ডিডেটস ২০২৬-এর ফাইনাল রাউন্ডে ক্যাটরিনা লাগনোকে হারিয়ে তিনি টুর্নামেন্ট জিতে নেন। তিনি হলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি এই টুর্নামেন্ট জিতলেন। এ বার তিনি উইমেন্স ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপার জন্য মুখোমুখি হবেন জু ওয়েনজুনের।

বিশ্বরেকর্ড গড়ে কত টাকা আর্থিক পুরস্কার পেলেন বৈশালী?

চ্যাম্পিয়ন হয়ে তিনি ২৮ হাজার ইউরো আর্থিক পুরস্কার হিসেবে পেলেন। এটা তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম বড় আর্থিক পুরস্কার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৩০ লাখ ৭৯ হাজার টাকার আশপাশে। তবে তাঁর আয় এখানেই থেমে নেই। এই টুর্নামেন্টের পুরস্কারের একটি কাঠামো আছে যেখানে প্রতিটা রাউন্ডে প্লেয়াররা তাঁদের পারফরম্যান্সের জন্য বাড়তি বোনাস পান। হাফ পয়েন্ট পেলেন অংশগ্রহণকারীকে ২২০০ ইউরো দেওয়া হয়। যেহেতু বৈশালী টানা ১৪ রাউন্ডে ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করেছেন তার ফলে তাঁর পুরস্কার মূল্য ২৮ হাজার ইউরোর থেকে বেশি হবে।

বৈশালী হয়ে উঠলেন দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা, যিনি বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে নামবেন। এর আগে ২০১১ সালে কোনেরু হাম্পি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

গত তিন বছরে এটি বৈশালীর তৃতীয় বড় সাফল্য-তিনি দু'বার ঋওউঊ গ্র্যান্ড সুইস জিতেছেন এবং ২০২৪ সালে উইমেন্স অলিম্পিয়াড জয়ী দলের সদস্যও ছিলেন। তবে এই জয় মোটেও সহজ ছিল না। টুর্নামেন্টের প্রথম পাঁচ রাউন্ড শেষে বৈশালী তালিকার একেবারে নিচে ছিলেন দিব্যা দেশমুখ ও তান ঝংইয়ের সঙ্গে। কিন্তু এরপর দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে তিনি শীর্ষে উঠে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত খেতাব জিতে নেন। অন্যদিকে, দিব্যা ও তান শেষ পর্যন্ত তালিকার নিচের দিকেই শেষ করেন।

এর আগেও ক্যান্ডিডেটসে এমন প্রত্যাবর্তনের নজির গড়েছিলেন বৈশালী। দুই বছর আগে টরন্টোতে তিনি টানা চার ম্যাচ হারার পর তলানিতে নেমে গিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পাঁচটি ম্যাচ জিতে প্রায় শিরোপার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই টুর্নামেন্টের আগে বৈশালীকে খুব বেশি ফেভারিট ধরা হয়নি। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ তাঁকে 'ডার্ক হর্স' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। অনেকেই তাঁর ভাই আর প্রজ্ঞানন্দাকে ফেভারিট ভাবলেও তিনি সপ্তম স্থানে শেষ করেন।

মেসির বিরুদ্ধে কোটি টাকার মামলা! প্রীতি ম্যাচ না খেলায় আইনি জটে আর্জেন্তিনার মহাতারকা

নিজস্ব সংবাদদাতা: মাঠে না নামা থেকে আইনি জট। যার জেরে আর্জেন্তিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসির (Lionel Messi) বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে কয়েক মিলিয়ন ডলারের মামলা। অভিযোগ, চুক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি নির্ধারিত ম্যাচে খেলেননি। ফলে বড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে আয়োজক সংস্থা।

চুক্তি ভাঙার অভিযোগ

মায়ামির একটি সংস্থার দাবি, তারা আর্জেন্তিনার দুটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের স্বত্ব কেনে। এই চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল-মেসিকে নির্দিষ্ট সময় মাঠে নামতেই হবে, যদি না তিনি চোটগ্রস্ত হন। কিন্তু ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ওই খেলায় মেসি ময়দানেই নামেননি, বদলে গ্যালারিতে বসে খেলা দেখেন। এখান থেকে বিতর্কের সূত্রপাত।

প্রশ্ন তুলছে পরের দিনের ম্যাচ

পরিস্থিতি জটিলতর হয় পরের দিনের ঘটনায়। অভিযোগ, ওই ম্যাচে না খেললেও মেসি পরদিন ক্লাবের হয়ে নামেন এবং ভাল পারফর্মও করেন। যে কারণে আয়োজকদের দাবি-তিনি আদৌ চোটে ছিলেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আর এই সংশয়ের বিষয়টি মামলার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে আদালতে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় ম্যাচেও ক্ষতি, বদলাতে হয় ভেন্যু

পরে পুয়ের্তো রিকোর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে মেসি খেললেও ততক্ষণে পরিস্থিতি বদলে যায়। কম টিকিট বিক্রি ও আগ্রহ কমে যাওয়ায় ভেন্যু পরিবর্তন করতে হয়। আয়োজকদের দাবি, পুরো ঘটনাপ্রবাহের কারণে তাঁদের কয়েক মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে। যদিও ক্ষতিপূরণের নির্দিষ্ট অঙ্ক কত, তা প্রকাশিত হয়নি।

আইনি লড়াইয়ের পথে বিষয়টি

মামলায় শুধু মেসি নন, আর্জেন্তিনা ফুটবল সংস্থাও (অঋঅ) অভিযুক্ত। আয়োজকদের অভিযোগ-চুক্তির শর্ত মানা হয়নি এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মেসি বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ডার্বি জয়ের হ্যাটট্রিকে হকি খেতাব মোহনবাগানের

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাংলার হকির নবজন্ম। নতুন অধ্যায়ে নিজেদের নাম লিখে ফেলল মোহনবাগান। শনিবার বিবেকানন্দ যুবভারতী হকি স্টেডিয়ামের অ্যাস্ট্রো টার্ফে কলকাতা লিগের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে ৩-১ হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাবে এই নিয়ে ২৭ বার এলো লিগ খেতাব।

কেন নবজন্ম? ভারতীয় হকির কিংবদন্তি ৯২ বছরের গুরবক্স সিং খেলা দেখতে এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন, '১৯৭৬ সালে মন্ট্রিয়ল অলিম্পিক্সে শুরু হয়েছিল অ্যাস্ট্রো টার্ফে খেলা। কিন্তু বাংলায় অ্যাস্ট্রো টার্ফে লিগ শুরু হয়েছে তার পাঁচ দশক পরে গত বছর থেকে। আর এ বার লিগ ফাইনাল হলো হকির পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামোয়। এটা তো বাংলার হকির নতুন অধ্যায়ই।'

গত বছর হাওড়ার ডুমুরজলার অ্যাস্ট্রো টার্ফে লিগ হয়েছিল। কিন্তু সেটা স্টেডিয়াম নয়। সেখানে ইস্টবেঙ্গলকে ৩-১ হারিয়েই সেরা হয়েছিল মোহনবাগান। আর এ বারের লিগ পর্যায়েও লাল হলুদ ব্রিগেডকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল মোহনবাগান। সেই অর্থে হকির কলকাতা ডার্বিতে জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেলল সবুজ মেরুন জার্সিধারীরা।

এ দিন সারা ম্যাচেই আধিপত্য ছিল সিমরনজিৎ সিংয়ের মোহনবাগানেরই। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আব্রাহান সুদেব ও রোহিতের গোলে মোহনবাগান এগিয়ে যায় ২-০। তৃতীয় কোয়ার্টারে পরপর পাঁচটা পেনাল্টি কর্নার আদায় করে ইস্টবেঙ্গল। তা থেকে ব্যবধান কমান প্রতাপ লাকরা। পরে মহম্মদ রাহিল মৌসিন গোল করে বাগানের জয় সুনিশ্চিত করেন।

মোহনবাগান হকি সচিব শ্যামল মিত্র বলছিলেন, 'জুনিয়র বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জয়ী ভারতীয় টিমের একাধিক খেলোয়াড়কে এনে আমরা শক্তিশালী টিম বানিয়েছিলাম। তারই ফল মিলল।'

Owner Printer Publisher by ASHIM DEBNATH, from 43/68,Harisabha Road Extention,Nonachandanpukur, Barrack pore, North 24 Parganas
Pin 700122. Printed at Surnandan Printing Press, Rabindrapally,Baghajatin. kolkata - 700086, South 24Parganas.Place of Publication 6/2D/2A, Sapgachi 2nd Lane, C.N Roy Road, Kolkata-700039. Editor- ASHIM DEBNATH. Phone : 9804186490. Email: samakaal.com@gmail.com